০৮-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্নঃ -** তোমাদের এই ব্রাহ্মণ ধর্মে সবথেকে অধিক শক্তিশালী কি এবং তা কিভাবে ?*

***উত্তরঃ -** তোমাদের এই ব্রাহ্মণ ধর্ম এমনই, যা সম্পূর্ণ বিশ্বের সদগতি শ্রীমত অনুসারে করে দেয় । ব্রাহ্মণই সম্পূর্ণ বিশ্বকে শান্ত বানিয়ে দেয় । তোমরা ব্রাহ্মণ কুলভূষণ দেবতাদের থেকেও উচ্চ, তোমরা বাবার কাছে এই শক্তি পাও । তোমরা ব্রাহ্মণরা বাবার সাহায্যকারী হও, তোমরাই সবথেকে বড় উপহার পাও । তোমরাই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্বের মালিক হও ।*

ওম শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, আত্মিক সন্তানদের আত্মাদের পিতা বসে বোঝান । আত্মারূপী সন্তানরা জানে যে, আত্মাদের পিতা অবশ্যই প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আসেন । এর নাম কল্প রেখে দিয়েছে, যা বলতেই হয় । এই ড্রামা বা সম্পূর্ণ সৃষ্টির আয়ু পাঁচ হাজার বছর, এই কথা এক বাবা বসেই বোঝান । একথা কখনোই কোনো মানুষের মুখ থেকে শুনতে পাবে না । তোমরা আত্মা রূপী বাচ্চারা এখানে বসে আছো । তোমরা জানো যে, বরাবর আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা হলেন ওই একজনই । বাবা বসেই বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দেন । যা কোনো মানুষই জানে না । কেউই জানে না যে, গড বা ঈশ্বর কি বস্তু, যেহেতু ওঁনাকে গড ফাদার বাবা বলা হয়, তাই তাঁর প্রতি অনেক প্রেম থাকা উচিত । তিনি যখন অসীম জগতের পিতা, তাহলে অবশ্যই তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে । ইংরাজীতে খুব সুন্দর শব্দ বলা হয় - হেভেনলী গড ফাদার । হেভেন বলা হয় নতুন দুনিয়াকে, আর হেল বলা হয় পুরানো দুনিয়াকে, তবুও স্বর্গকে কেউই জানে না । সন্ন্যাসীরা তো মানেই না । তাঁরা কখনোই এমন বলবেন না যে, বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। হেভেনলী গড ফাদার - এই শব্দ খুবই মিষ্টি, আর হেভেনও বিখ্যাত । বাচ্চারা, তোমরা যারা সেবাপরায়ণ, তাদের বুদ্ধিতে হেভেন এবং হেলের সম্পূর্ণ চক্র, সৃষ্টির আদি - মধ্য, অন্ত ঘুরতে থাকে, কিন্তু সবাই তো একরস সেবাপরায়ণ হয় না ।

তোমরা আবার নিজের রাজধানী স্থাপন করছো । তোমরা বলবে, আমরা আত্মারূপী বাচ্চারা বাবার শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মতে চলছি । উঁচুর থেকেও উঁচু হলো বাবার শ্রীমত । শ্রীমদ্ভগবদগীতারও মহিমা আছে । এ হলো এক নম্বর শাস্ত্র । বাবার নাম শুনলেই চট করে তাঁর উত্তরাধিকার স্মরণে এসে যায় । এই দুনিয়াতে কেউই জানে না যে, গড ফাদারের থেকে কি পাওয়া যায় । বেশীরভাগ বলে থাকে - প্রাচীন যোগ, কিন্তু বুঝতেই পারে না যে, এই প্রাচীন যোগ কে শিখিয়েছেন ? ওরা তো কৃষ্ণের কথাই বলবে, কারণ গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবাই রাজযোগ শিখিয়েছেন, যাতে সবাই মুক্তি আর জীবনমুক্তি পায় । তোমরা এও বুঝতে পারো যে, এই ভারতেই শিববাবা এসেছিলেন, তাঁর জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয়, কিন্তু গীতাতে নাম গুপ্ত করে দেওয়ার কারণে মহিমাও গুপ্ত হয়ে গিয়েছে । যাঁর থেকে সম্পূর্ণ দুনিয়া সুখ - শান্তি প্রাপ্ত করে, সেই বাবাকেই সবাই ভুলে গেছে । একে বলা হয়, একমাত্র ভুলের নাটক । বড়র থেকেও বড় ভুল হলো এই যে, বাবাকে কেউই জানে না । কখনো বলে দেয়, তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক, আবার বলে দেয়, তিনিই কচ্ছপ - মৎস অবতার । তিনিই নুড়ি - পাথরের মধ্যে আছেন । ভুলের পরে ভুল হয়ে যেতে থাকে । সিঁড়ি নীচে নামতেই থাকে । কলাও কম হতে থাকে, মানুষ তমোপ্রধান হতে থাকে । ড্রামার নিয়ম অনুসারে যেই বাবা স্বর্গের রচয়িতা, যিনি ভারতকে স্বর্গের মালিক বানিয়েছেন, তাঁকে কোণায় কোণায়, নুড়ি - পাথরের মধ্যে বলে দেয় । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, তোমরা কিভাবে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছো, কেউই কিছু জানে না । ড্রামা কি, একথা জিজ্ঞেস করতে থাকে । এই দুনিয়া কবে থেকে শুরু হয়েছে ? নতুন সৃষ্টি কবে ছিলো, তখন বলে দেবে লাখ বছর আগে । মানুষ মনে করে যে, পুরানো দুনিয়াতে তো এখনো অনেক বছর অবশিষ্ট আছে, একেই অজ্ঞান অন্ধকার বলা হয় । এমন মহিমাও আছে যে, জ্ঞানের কাজল সদগুরু দিয়েছিলেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়েছিলো । তোমরা বুঝতে পারো যে, রচয়িতা বাবা অবশ্যই স্বর্গের রচনাই করবেন । বাবা এসেই নরককে স্বর্গ বানান । রচয়িতা বাবা এসেই এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান । তিনি অন্তিম সময়েই আসেন । সময় তো লাগেই, তাই না । বাচ্চাদের এও বোঝানো হয়েছে যে, জ্ঞানে এতটা সময় লাগে না, যতটা স্মরণের যাত্রায় লাগে । ৮৪ জন্মের কাহিনী তো যেন এক গল্প, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে কার রাজত্ব ছিলো, সেই রাজ্য কোথায় গেলো ?

বাচ্চারা, তোমাদের এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । তোমরা হলে কতো সাধারণ, অজামিলের মতো পাপী, অহল্যা, কুব্জাদের

মতো, ভিলনীদের মতো পতিতদেরও বাবা কতো উঁচু বানান । বাবা বোঝান যে - তোমরা কি থেকে কি হয়ে গেছো । বাবা এসে বোঝান - এখন পুরানো দুনিয়ার অবস্থা দেখো কেমন ? মানুষ কিছুই জানে না যে, সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে ? বাবা বলেন যে, তোমরা তোমাদের বুকে হাত রেখে নিজেকে জিজ্ঞেস করো - আগে এইসব কথা জানতে কি ? কিছুই জানতে না । তোমরা এখন জানো যে, বাবা আবারও এসে আমাদের এই বিশ্বের বাদশাহী দেন । কারোর বুদ্ধিতেই একথা আসবে না যে, বিশ্বের বাদশাহী কি ? বিশ্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ দুনিয়া । তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের এমন রাজ্য দেন, যা অর্ধেক কল্প কেউই আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না । বাচ্চারা, তাই তোমাদের কতো খুশী হওয়া উচিত । তোমরা বাবার থেকে কতবার এই রাজত্ব নিয়েছো । বাবা সত্য, তিনি সত্য শিক্ষক, তিনিই আবার সদগুরু । কখনোই তোমরা আগে শোনো নি । এখন অর্থ সহিত তোমরা বুঝতে পারো । তোমরা তো বাচ্চা, বাবাকে তো স্মরণ করতেই পারো । আজকাল ছোটবেলাতেই গুরু করা হয় । গুরুর চিত্র তৈরী করে গলায় ধারণ করে অথবা ঘরে রেখে দেয় । এখানে তো আশ্চর্যের -- বাবা, টিচার, সদগুরু সব একই । বাবা বলেন, আমি তোমাদের সাথে করেই নিয়ে যাবো । তোমাদের যখন জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কি পড়ো ? বলবে, আমরা নতুন দুনিয়ার রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য রাজযোগের অভ্যাস করি । এ হলোই রাজযোগ । যেমন ব্যরিস্টারের যোগ হয়, তাহলে বুদ্ধির যোগ অবশ্যই ব্যরিস্টারের প্রতিই যাবে । টিচারকে তো অবশ্যই স্মরণ করবে, তাই না । তোমরা বলবে, আমরা স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্যই এই পড়া পড়ি । তোমাদের কে পড়ান ? শিববাবা ভগবান । তাঁর নাম তো একই, যা চলে আসছে । রথের নাম তো নেই । আমার নামই হলো শিব । বাবা শিব আর রথ ব্রহ্মা বলা হবে । এখন তোমরা জানো যে, তিনি কতো সুন্দর, শরীর তো একটাই । এনাকে ভাগ্যশালী রথ কেন বলা হয় ? কেননা এনার মধ্যে শিববাবার প্রবেশতা হয়, তাই অবশ্যই দুই আত্মা হলো । এও তোমরাই জানো, আর কারোরই তো এই কথা খেয়ালে আসে না । এখন দেখানো হয়, ভাগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে এসেছিলো । সে কি জল নিয়ে এসেছিলো ? এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখো যে -- কি নিয়ে এসেছিলো, কে নিয়ে এসেছিলো ? কে প্রবেশ করেছিলেন ? বাবা প্রবেশ করেছিলেন তো, তাই না । মানুষের মধ্যে জল তো প্রবেশ করবেই না । জটা দিয়ে জল তো আর প্রবাহিত হবেই না । এই বিষয়ে মানুষ কখনো খেয়ালও করে না । এমন বলাও হয় যে - ধর্মই শক্তি । ধর্মে শক্তি আছে । তোমরা বলো, সবথেকে বেশী কোন ধর্মে শক্তি আছে ? ব্রাহ্মণ ধর্মে, হ্যাঁ, এ ঠিক, যা কিছুই শক্তি আছে, তা ব্রাহ্মণ ধর্মেই আছে । আর কোনো ধর্মে কোনো শক্তি নেই । তোমরা এখন হলে ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণরা বাবার থেকে শক্তি পায়, যাতে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও । তোমাদের মধ্যে কতো বেশী শক্তি আছে । তোমরা বলবে যে, আমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের । কারোর বুদ্ধিতে একথা বসবে না । যদিও বিরাট রূপ বানানো হয়েছে, তবুও তা অর্ধেক । মুখ্য রচয়িতা আর তাঁর প্রথম রচনাকে কেউই জানে না । বাবা হলেন রচয়িতা, তারপর ব্রাহ্মণ হলো শিখা, এতে শক্তি আছে । বাবাকে কেবল স্মরণ করলেই শক্তি অর্জন করা যায় । বাচ্চারা তো অবশ্যই নম্বরের ক্রমানুসারে তৈরী হবে, তাই না । তোমরা এই দুনিয়াতে হলে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ । তোমরা দেবতাদের থেকেও উচ্চ । তোমরা এখন শক্তি অর্জন করো । সবথেকে বেশী শক্তি আছে ব্রাহ্মণ ধর্মে । ব্রাহ্মণরা কি করে ? সম্পূর্ণ বিশ্বকে তারা শান্ত বানিয়ে দেয় । তোমাদের ধর্ম এমনই, যা শ্রীমতের দ্বারা সকলেরই সদগতি করে । তাই তো বাবা বলেন, আমি তোমাদের নিজের থেকেও উচ্চ বানাই । তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও । তোমরাই সম্পূর্ণ বিশ্বের উপর রাজত্ব করবে । এখন তো গাওয়া হয় - ভারত আমাদের দেশ । কখনো মহিমার গান করে, কখনো আবার বলে - ভারতের কি অবস্থা । জানেই না যে, ভারত কবে এতো উচ্চ ছিলো ! মানুষ তো মনে করে স্বর্গ অথবা নরক এখানেই । যার অর্থ, মোটর ইত্যাদি আছে, সে মনে করে, আমি স্বর্গে আছি । একথা বুঝতেই পারে না যে, নতুন দুনিয়াকেই স্বর্গ বলা হয় । এখানে সবকিছুই শিখতে হবে । সায়েন্সের শিক্ষাও ওখানে আবার কাজে আসে । এই সায়েন্সও ওখানে সুখ প্রদান করে । এখানে তো এই সবকিছুতে অল্পকালের সুখ । বাচ্চারা, ওখানে তোমাদের জন্য এইসব স্থায়ী সুখ হয়ে যাবে । এখানে সবকিছুই শিখতে হবে, যেই সংস্কার তোমরা আবার ওখানে নিয়ে যাবে । নতুন আত্মারা কেউই আসবে না, যারা এই জ্ঞান শিখবে । এখানকার বাচ্চারাই সায়েন্স শিখে ওখানে যায় । তারা সব খুব ভালোভাবে শিখেই যাবে । সব সংস্কারই এখান থেকে নিয়ে যাবে, যা ওখানে কাজে আসবে । এখন হলো অল্পকালের সুখ । এরপর এই বোম্বস ইত্যাদিই সব শেষ করে দেবে । মৃত্যু ছাড়া এই শান্তির রাজ্য কিভাবে আসবে ? এখানে তো অশান্তির রাজ্য । এও তোমাদের মধ্যে নম্বরের ক্রমানুসারেই বুঝতে পারবে যে, আমরা প্রথম প্রথম নিজের ঘরে ফিরে যাবো তারপর সুখধামে আসবো । সেই সুখধামে বাবা তো আসেনই না । বাবা বলেন যে, আমারও তো বাণপ্রস্থ রথ চাই, তাই না । আমি ভক্তিমার্গেও সকলেরই মনকামনা পূরণ করে এসেছি । সন্দেশীদেরও দেখানো হয়েছে - ভক্তরা কিভাবে তপস্যা পূজা ইত্যাদি করে, দেবীদের সাজিয়ে, পূজা করে তারপর আবার সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয় । এতে কতো খরচ হয় । তোমরা জিজ্ঞেস করো, এ কবে থেকে শুরু হয়েছে ? তখন বলবে, পরম্পরা ধরে চলে আসছে । মানুষ কতো বিভ্রান্ত হতে থাকে । এও সব ড্রামা । বাবা বারবার বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, আমি তোমাদের খুবই মিষ্টি বানাতে এসেছি । এই দেবতারা কতো মিষ্টি । এখন তো মানুষ কতো কটু । বাবাকে যারা অনেক সাহায্য করেছিলো, তাদেরই পূজা করতে থাকে । তোমাদেরও

পূজা হয়, এবং তোমরাও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো । বাবা নিজেই বলেন, আমি তোমাদের নিজের থেকেও উঁচু বানাই । উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানের হলো শ্রীমৎ । কৃষ্ণের শ্রীমৎ তো আর বলা হবে না । গীতাতেও শ্রীমৎ বিখ্যাত । কৃষ্ণ তো এই সময় বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছেন । কৃষ্ণের আত্মার রথেই বাবা প্রবেশ করেছেন । এ কতো আশ্চর্যের কথা । কখনোই একথা কারোর বুদ্ধিতেই আসবে না । যারা বুঝবে, তাদেরও বুঝতে অনেক পরিশ্রম লাগে । বাবা কতো ভালোভাবে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । বাবা লেখেন, সর্বোত্তম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ । তোমরা উচ্চ সেবা করো, তাই এই উপহার পাও । তোমরা যখন বাবার সাহায্যকারী হও, তখন পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে সবাই উপহার পায় । তোমাদের মধ্যেও অনেক শক্তি আছে । তোমরা মানুষকে স্বর্গের মালিক করতে পারো । তোমরা হলে আত্মা রূপী সেনা । তোমরা যদি এই ব্যাজ না লাগাও তাহলে মানুষ কিভাবে বুঝবে যে, এরাও আত্মিক মিলিটারী । মিলিটারীর লোকেরা সবসময় ব্যাজ পড়ে থাকে । শিববাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা । ওখানে এই দেবতাদের রাজ্য ছিলো, এখন আর নেই । এখন বাবা বলেন মনমনাভব । দেহ সহিত সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো, তাহলে কৃষ্ণের সাম্রাজ্যে এসে যাবে । এতে তো লজ্জার কোনো কথা নেই । তোমাদের বাবার স্মরণ থাকবে । বাবা এনার জন্যও বলেন, ইনি নারায়ণের পূজা করতেন, নারায়ণের মূর্তি সঙ্গে থাকতো । চলতে - ফিরতে তাঁকেই দেখতেন । বাচ্চারা এখন তো তোমাদের জ্ঞান আছে, তাই ব্যাজ তো অবশ্যই লাগিয়ে রাখা উচিত । তোমরাই নর থেকে নারায়ণ হবে । তোমরাই রাজযোগ শেখাও । নর থেকে নারায়ণ বানানোর সেবা তোমরাই করো । তোমাদের নিজেদের দেখতে হবে, আমাদের মধ্যে কোনো অবগুণ তো নেই ?

বাচ্চারা, তোমরা বাপদাদার কাছে আসো, বাবা হলেন শিববাবা আর দাদা হলেন তাঁর রথ । বাবা তো অবশ্যই রথের দ্বারাই মিলিত হবেন, তাই না । তোমরা বাবার কাছে আসো রিফ্রেশ হতে । সম্মুখে বসলেই স্মরণে আসে । বাবা তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন । বাবা যখন সম্মুখে বসে আছেন তখন খুব বেশী করে স্মরণে আসা উচিত । ওখানেও তোমরা রোজ স্মরণের যাত্রাকে বৃদ্ধি করতে পারো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, আমাদের মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো ? দেবতারা যেমন মিষ্টি, তেমন মিষ্টি হয়েছি কি ?

২) বাবার শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মতে চলে নিজের রাজধানী স্থাপন করতে হবে । সেবাপরায়ণ হওয়ার জন্য এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের, স্বর্গ এবং নরকের জ্ঞান বুদ্ধিতে ঘোরাতে হবে ।

বরদানঃ- শ্রেষ্ঠ ভাবনার আধারে সকলকে শান্তি এবং শক্তির কিরণ দান করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব*

বাবার সঙ্কল্প এবং বাণীতে, নয়নে যেমন সদা কল্যাণের ভাবনা বা কামনা আছে, বাচ্চারা, তেমনই যেন তোমাদের সঙ্কল্পে বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা বা কামনা পরিপূর্ণ থাকে । কোনো কার্য করার সময় বিশ্বের সর্ব আত্মা যেন সামনে হাজির থাকে । মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে শুভ ভাবনা বা শ্রেষ্ঠ কামনার আধারে শান্তি এবং শক্তির কিরণ দান করতে থাকো, তখনই বলা হবে বিশ্ব কল্যাণকারী, কিন্তু এরজন্য সর্ব বন্ধন মুক্ত, স্বতন্ত্র হও ।

স্লোগানঃ- "আমিত্ব ভাব এবং আমার ভাব" এ হলো দেহবোধের দ্বার । এখন এই দ্বারকে বন্ধ করো ।*